পাঠক ফোরাম

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শুধুই কাগজে

ঋতুচক্রের আবর্তে এখন কালবৈশাখী ঝড়ের সময়। প্রতিদিন ঝড়ের খবর আসছে। মরছে মানুষ, বিপর্যস্ত হচ্ছে জনপদ। অথচ ঝড়-পরবর্তী মানুষের পুনর্বাসনের নেই কোনো উদ্যোগ। দেশে দুর্যোগ ও পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য বিশাল বিশাল কয়েকটি কমিটি রয়েছে। রয়েছে জাতীয় দুর্যোগ প্রতিরোধ কমিটি, মন্ত্রীদের নিয়ে দুর্যোগ প্রতিরোধ কমিটি, জেলা ও উপজেলা কমিটিও রয়েছে। এসব কমিটিতে প্রায়শই মিটিং হয়। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রুমে বসে আলোচনার পর সরকারি খরচে খাওয়া-দাওয়া চলে। আলোচনা কাগজ-কলমে সীমাবদ্ধ থাকে। কার্যত বন্যা-ঝড় পূর্ব বা পরবর্তী এসব কমিটির কার্যক্রম কোনো মানুষের চোখে পড়ে না। তাহলে এসব কমিটি করে লাভ কি?

তানজিনা হাসান মৌ
ময়মনসিংহ রোড, ঢাকা

প্রতিক্রিয়া : স্বপ্নের সমাধি

যখন 'ভূমধ্যসাগরে স্বপ্নের সমাধি' পড়ছিলাম, তখন আমার গায়ের লোম শিউরে উঠছিল। ঘটনাটি সত্যিই দুঃখজনক। কিন্তু এই ঘটনার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করবো আমি তাদের ওপর যারা দালালের সাহায্যে বিদেশে যেতে চেয়েছেন। আমি মনে করি তারা যে কাজটি করেছে সেটা সম্পূর্ণ বোকামি এবং মূর্খতার কাজ। বর্তমানে ৭/৮ লাখ টাকা খুব একটা কম নয় অন্তত বাংলাদেশবাসীর ক্ষেত্রে। মানছি, বাংলাদেশে যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি পাওয়া কষ্টকর, কিন্তু চাকরি তো টাকা উপার্জনের একমাত্র পথ নয়। পথ তো আরো আছে। এমন তো কোনো নিশ্চয়তা নেই যে, বিদেশে যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি পাওয়া যাবে সহজেই। বর্তমানে এমন অনেক ঘটনা শোনা যায় যে, দেশের সম্পত্তি বেঁচে, মায়ের সোনা বন্ধক দিয়ে একজন শিক্ষিত ছেলে যায় বিদেশে। কিন্তু সে সেখানে কাজ করে একজন সেলসম্যানের, যা যোগ্যতা অনুযায়ী না। যাদের ৭/৮ লাখ টাকা আছে তারা নিজেরাই পারে অন্যের অধীনে না থেকে তার পছন্দ মতো ব্যবসায় টাকা খাটিয়ে ৩ বেলা খেয়ে পরে স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে থাকতে। দেশ তো সরকারের একার নয়, দেশ আমাদের সবার। আমরা কী পারি না স্বউদ্যোগে কর্মসংস্থানের চেষ্টা করতে? তাহলে তো এমন দুর্ঘটনা ঘটে না।

বন্নি
বাজারহাতা, রাজশাহী

সাম্প্রদায়িক উৎসব

১৪ এপ্রিল পার্বত্য ভূমিতে উদ্‌যাপন হতে যাচ্ছে আদিবাসীদের (ত্রিপুরা, মারমা ও চাকমা) ঐতিহ্যবাসী উৎসব বৈসাবি। কিন্তু এ বৈসাবিকে নিয়ে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির আশঙ্কা থেকে যায়। প্রতি বছর পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ বৈসাবি উপলক্ষে শুভেচ্ছা কার্ড দিয়ে থাকে। কিন্তু এতে শুধু বিঝু শব্দটা উল্লেখ থাকে। মনে হয় আঞ্চলিক পরিষদ যেন শুধু চাকমাদেরই। ত্রিপুরাদের বৈসু, মারমাদের সাংগাই ও চাকমাদের বিঝু নিয়েই বৈসাবি। বিগত বছরগুলোতে কার্ডে উল্লেখ রয়েছে 'বিঝু ও বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা', কিন্তু কেন? বৈসাবি শব্দটা ব্যবহার না করে এতে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি হচ্ছে না? এভাবে চলতে থাকলে সংগ্রামে সফল হওয়া যাবে না। বিষয়টি বিবেচনায় রাখুন এবং বৈসাবিকে সাম্প্রদায়িকতামুক্ত করুন।

লাইফাং ত্রিপুরা
দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি

পলিথিন বন্ধ হয়নি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আইন করে পলিথিন বন্ধ করেছেন। কিন্তু আইনের সঠিক প্রয়োগের অভাবে পলিথিন বন্ধ হয়নি। পলিথিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করেই চলছে। আগের পলিথিনগুলো ধরার ব্যবস্থা ছিল। এখন ঝোলার আকারে করা হয় এই যা পার্থক্য। বিশেষ করে কাঁচা বাজারের দোকানিরা পলিথিন বেশি ব্যবহার করে এবং আমাদের অসচেতন জনগণ তা যত্রতত্র ফেলে দিয়ে পরিবেশ নষ্ট করছে। আমরা চাই পলিথিন, পলিব্যাগ, পলিপ্যাকের পরিবর্তে কাগজ অথবা চটের তৈরি সামগ্রী, যা পরিবেশ বান্ধব। পলিথিন জাতীয় সামগ্রী সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে গণসচেতনতা গড়ে তোলা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আন্তরিকতা জরুরি বলে মনে করি।

নীরা নাজনীন, জয়দেবপুর, গাজীপুর

সাপ্তাহিক ২০০০-এর সংখ্যা গায়েব

রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো হল থেকে এবার সাপ্তাহিক ২০০০-এর চলতি সংখ্যাগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। গত বুধবার প্রকাশিত সাপ্তাহিক ২০০০-এর চলতি সংখ্যায় 'এক্স ফাইল শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ঐ প্রতিবেদনে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম, ছাত্র ভর্তিতে জালিয়াতি ও আর্থিক অনিয়ম তুলে ধরা হয়। ২৪ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে সাপ্তাহিক ২০০০-এর সংখ্যাগুলো সরবরাহ করা হলে সংশ্লিষ্ট হলগুলোর প্রভোস্ট ও সেকশন অফিসার মিলে ২০০০-এর সংখ্যাগুলো গায়েব করে ফেলেন। এ ব্যাপারে হলের আবাসিক ছাত্ররা খোঁজ নিলে শুক্রবার সরবরাহ করা হবে বলে জানানো হয়। কিন্তু শুক্রবার পর্যন্ত সাপ্তাহিক ২০০০-এর কোনো সংখ্যা হলগুলোতে সরবরাহ করা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নির্দেশে সাপ্তাহিক ২০০০-এর সংখ্যাগুলো গায়েব করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় দুর্নীতির কথা ছাত্ররা যাতে জানতে না পারে, এ কারণেই এ কৌশল নেয়া হয়। উল্লেখ্য, গত বছরের ২৫ অক্টোবর দৈনিক প্রথম আলোয় 'শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয়করণ ও অনিয়ম শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের অলিখিত নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রথম আলো প্রবেশে বাধা দেয়া হয়।

নামা ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

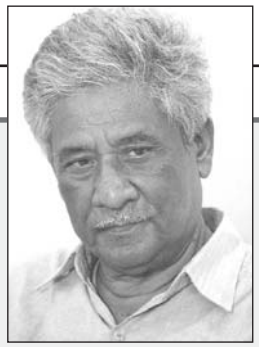

একজন শওকত আলী

৪ মার্চ সংখ্যায় কথাসাহিত্যিক শওকত আলীর সাক্ষাৎকারটি পড়লাম। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী তখন 'প্রদোষে প্রকৃতজন' পড়ে তুমুল আন্দোলিত হই। আমি দেশের বাইরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজ করছি। এখনো আমার কাছে 'প্রদোষে প্রকৃতজন' বিস্ময়। এই উপন্যাসের নির্মাণ কাঠামোতে লেখকের চিন্তা, দর্শনের কথা জেনে ভালো লাগলো। শওকত আলীর সমসাময়িক অনেকেই তেমন সক্রিয় নন অন্তত উপন্যাসের ক্ষেত্রে, কিন্তু তার সক্রিয়তা আমাদের মুগ্ধ করে। তার গতিশীলতা এই দূর প্রবাসেও বইয়ের পাতায় টানে। 'সামাজিক দায়বদ্ধতা তো আসলে জীবনের কাছেই দায়বদ্ধতা' -লেখকের এমন মন্তব্য তার প্রতি আরো শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছে। আটলান্টিকের ওপার থেকেই তার জন্য শ্রদ্ধা, ভালোবাসা থাকলো। শওকত আলীর দীর্ঘজীবন কামনা করছি।

কানিজ ফাতেমা
ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া, আমেরিকা

কেমন আছি আমরা

স্বাধীন দেশে এবারই প্রথম পশ্চিমা দেশের কোনো রাষ্ট্রদূতের সর্বস্ব ছিনতাই হয়ে গেছে ঢাকার রাজপথে। বিরোধীদলের দু'জন এমপি খুন হয়েছেন। খুন হয়েছেন ঢাকার কয়েকজন সরকারদলীয়

ওয়ার্ড কমিশনার। সিলেটে শাহজালালের মাজারে গ্রেনেড ও বোমা হামলায় আহত হয়েছেন ব্রিটিশ হাইকমিশনারসহ আরো অনেকে। কে বা কারা যেন বিষ প্রয়োগে নিধন করেছে শাহজালাল মাজারের গজার মাছ। সরকার এসব ঘটনার একটিরও রহস্য উদঘাটন করতে পারেনি। বিএনপি জাতির কাছে ওয়াদা করেছিল ক্ষমতায় গেলে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ উপহার দেবে। গত সাড়ে ৩ বছরে দুর্নীতিতে পরপর তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে গলায় হ্যাট্রিক শিরোপার মেডেল ঝুলিয়ে সরকার বেশ মুডে আছে। এমনকি আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হবার স্বপ্ন দেখছে। প্রতি বছর ফাঁস হচ্ছে জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা বিসিএসের প্রশ্ন। তাছাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ, মেডিকেল কলেজে পরীক্ষাসহ বিভিন্ন সরকারি নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষার প্রশ্ন প্রায় প্রতি বছরই ফাঁস হচ্ছে অথচ কোনো বিষয়েই মনে হয় না সরকারের টনক নড়েছে।

ইভান খান
উত্তর শাহজাহানপুর

যৌতুকহীন বিয়ে চাই

যৌতুক সমাজের জন্য অভিশাপ-স্বরূপ, যা অমানবিক ও বেদনাদায়ক। ধর্মেও যৌতুক সম্পর্কে খুব কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এই সামাজিক কুপ্রথা কন্যা পাত্রস্ত করার সময় কনে ও বর পক্ষের মধ্যে দর কষাকষির মাধ্যমে বর পক্ষকে আর্থিক সুবিধাদানে কন্যাপক্ষকে বাধ্য করে। অথচ যৌতুকের দাবিকে কেন্দ্র করেই বিয়ের পর দাম্পত্য কলহ, স্ত্রী নির্যাতন, স্ত্রী হত্যা, বিবাহবিচ্ছেদ, বহু বিবাহের মতো ঘটনা ঘটে। কন্যাদায়গ্রস্ত গরিব বাবা-মা যৌতুকের দাবি মেটাতে গিয়ে সর্বস্ব বিক্রি করে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। যৌতুকের লোভে বাংলাদেশে প্রায়ই অসামঞ্জস্য বিয়ে হয়ে থাকে। ফলে অনেক মেয়েকে জীবন দিতে হচ্ছে। পত্রিকার পাতা খুললেই প্রথম চোখে পড়ে যৌতুকের কারণে নববধূকে হত্যা করা হয়েছে। অনেক মেয়ের ওপরই নেমে আসে যৌতুকলোভী স্বামী-শাশুড়ির নির্যাতন। নির্যাতন সইতে না পেরে অনেকেই বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ। আসুন আমরা সবাই মিলে যৌতুক বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলি, এই বাংলাদেশকে যৌতুকমুক্ত করি।

এম এন এইচ মাসুম খান
আনিচের পূর্ববাড়ী
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

বিপন্ন মানবতা

বাংলাদেশ আজ বোমায় আক্রান্ত। শান্তি নামক শব্দটি বিলুপ্ত। রাজনীতিবিদরা কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে লিপ্ত। আমাদের বিবেক বলতে যদি কিছু থেকে থাকে, তবে তা জাগ্রত করা উচিত। এভাবে আর দেশ চলতে দেয়া যায় না। সবাই যদি রসাতলে যায় তবে আগামী প্রজন্ম আমাদের কাছে কি শিখবে? বিবেকের সুকুমার বৃত্তিগুলোর সাহায্যে সব ভাবনা কার্য পরিচালনা করা উচিত। আসুন আমরা বিবেকের রাজনীতি করি। অন্তত ভালোবাসি সত্যিকারভাবে দেশকে, দেশের মানুষকে।

আয়শা রহমান বর্ণা
প্রান্তিক, তাপসী রাবেয়া হল
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সমঅধিকার আন্দোলন

পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন পার্বত্য চুক্তির পক্ষ-বিপক্ষের মধ্যে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিশেষ করে চুক্তিবিরোধী সংগঠন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলন' চুক্তি নিয়ে ভীষণ মাথা ঘামাচ্ছে। মনে হয় চুক্তি যেন তাদের সঙ্গেই হয়েছিল। গত ১৩ মার্চ তাদের একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলে মানুষ হবে পঞ্চাশের কিছু বেশি। তারা প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করে 'বিশাল মিছিল' বলে। যাই হোক, ১২ মার্চের তাদের একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির কিছু বক্তব্য তুলে ধরি। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে : আমাদের ৯ দফা দাবি সংবিধান সম্মত এবং গণতান্ত্রিক চর্চার বহিঃপ্রকাশ। পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত বাঙালিরা যুগ যুগ ধরে অধিকার-বঞ্চিত ও নিপীড়িত হচ্ছে। পার্বত্য কালো চুক্তির কারণে বাঙালিরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়েছে। এ জন্য আজ আমরা সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই করছি। বাঙালি জাতি হিসেবে এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। আরো উল্লেখ রয়েছে, এক দেশের নাগরিকদের জন্য দু'প্রকার আইন থাকতে পারে না। তাই বৈষম্যমূলক ও কালো আইন বাতিল করা না হলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। দু'প্রকার আইনের কথা বলে তারা এখন খুব বিপদে। এক দেশে দু'প্রকার আইন অবশ্যই থাকতে পারে না। কিন্তু হে, দেশবাসী! বাংলাদেশে তো দু'প্রকার আইন এখনো প্রচলিত। সারা বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আইন থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে চলেছে, চলছে স্বৈরাচারী সামরিক আইন। যে আইনে পাহাড়ি জুম্মরা প্রতিনিয়ত অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার।

পপেন ত্রিপুরা
খাগড়াছড়ি

বিতর্ক : অতিকথন প্রতিযোগিতা

সাপ্তাহিক ২০০০-এর ১১ মার্চ সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের জন্য প্রতিবেদক বদরুল আলম নাবিলসহ ২০০০ পরিবারকে আন্তরিক ধন্যবাদ। অস্কার পুরস্কার বিজয়ে যদি বিতর্ক থাকে, তবে আমি মনে করি সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রকাশিত কথা বলা প্রতিযোগিতায়ও বিতর্ক আছে। বিরোধীদলকে (এক্ষেত্রে শুধু আওয়ামী লীগ নয়, অন্যান্য রাজনৈতিক দলও) লাইম লাইটে না এনে একতরফাভাবে এ টুর্নামেন্টে স্বাগতিকদের চ্যাম্পিয়ন করা হয়েছে। তবে আশার কথা হচ্ছে, কিছু ক্ষেত্রে আমন্ত্রিতদের বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করে আয়োজকরা উদার মনের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু হুদা চ্যাম্পিয়ন হয় কি করে? খুবই বড় মাপের অন্যায় হয়ে গেল বেচারা কর্নেল আকবরকে সামনে না রেখে। আকবর সাহেবকে চ্যাম্পিয়ন করার জন্য পুরো প্রক্রিয়াটাকে পুনর্বিবেচনার জন্য ২০০০ কর্তৃপক্ষের প্রতি করজোড় নিবেদন রইল।

Monir, Port Klang, Malaysia, 60122451608

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। এক পাতায় পরিষ্কার হাতের লেখা ও পুরো নাম-ঠিকানা দেবেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জানাবেন। চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

দৃষ্টি আকর্ষণ

পিএসসির অনিয়ম

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন এ দেশের লাখ কোটি বেকারের কাছে সুপরিচিত একটি প্রতিষ্ঠান। পাশপাশি নানাবিধ সরকারি কর্মকান্ডের অংশগ্রহণও বিরাজমান। ইদানীং খ্যাতির চেয়ে বিড়ম্বনা সৃষ্টিতেই পিএসসি তথা কর্মকমিশনের অবদান দেখা যায়। একই রোল কয়েকজন পরীক্ষার্থীর জন্য বরাদ্দ, প্রবেশপত্রসমূহে সিল না থাকা, প্রবেশপত্র দেরিতে পৌঁছানো। ফলাফল তৈরিতে দেরি করা, প্রশ্নপত্র ফাঁস জটিলতা, পরীক্ষা পরিচালনায় নানাবিধ ঘাটতি ইত্যকার নানা অভিযোগে কর্মকমিশন জর্জরিত। কিন্তু দেশের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর উন্নয়নে কারো নজর আছে বলে মনে হয় না। তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরির মাধ্যমে প্রতিটি পরীক্ষার ফলাফল ইন্টারনেটে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ (বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি ফলাফলের ক্ষেত্র যা করছে); দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারীর মূল্যায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা পরিহার, প্রবেশপত্র সংশ্লিষ্ট বিষয়সহ সার্বিক পরীক্ষা পদ্ধতির সুস্পষ্ট আধুনিকীকরণ- এই অতি গুরুত্বপূর্ণ জনসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটিকে অধিক গতিশীল করতে পারে বলে আশা করা যায়। সেই সঙ্গে দেশের লাখ কোটি বেকারের ভোগান্তির অবসান ঘটবে নিশ্চিতভাবেই। সংশ্লিষ্ট সবার সুদৃষ্টি আকর্ষণ করছি এ ব্যাপারে।

অবাক, Soptorsi2003@hotmail.com